দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 15 SEP 2017
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ১

সৃজনশীল পদ্ধতি ও শিক্ষক প্রশিক্ষণ

শিক্ষার্থীদের অধিকতর পারদর্শী করিবার প্রয়াসে বিশ্বের অনেক দেশই শিক্ষণ পদ্ধতির গতানুগতিক ধারা পরিহার করিয়াছে। তদস্থলে বিভিন্ন স্তরের শিক্ষার প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো হিসাবে গ্রহণ করা হইয়াছে শিক্ষাবিদ বেঞ্জামিন ব্লুম কর্তৃক উদ্ভাবিত সৃজনশীল পদ্ধতিকে। ২০০৯ সালে আমাদের দেশেও এই পদ্ধতির প্রবর্তন করা হয়। কিন্তু দেশের মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে এই পদ্ধতি বিগত বৎসরগুলিতে প্রত্যাশিত সুফল আনিতে পারে নাই বলিয়া শিক্ষাবিদ ও অভিভাবকদের বিস্তর অভিযোগ রহিয়াছে। মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা (মাউশি) অধিদপ্তরের একাডেমিক পরিদর্শন প্রতিবেদনেও এইসব অভিযোগের সত্যতা মিলে। গত মে মাসে ছয় হাজার ৬৭৬টি বিদ্যালয় পরিদর্শন শেষে সরকারের এই অধিদপ্তরটি জানায়, দেশের ৫২ দশমিক ০৫ শতাংশ বিদ্যালয়ের শিক্ষক এখনো সৃজনশীল পদ্ধতি বোঝেন না এবং ৩০ দশমিক ৮৯ শতাংশ বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ অন্য বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সহায়তায় প্রশ্ন তৈরি করেন। শিক্ষক সমিতি হইতে প্রশ্ন সংগ্রহ করেন ২১ দশমিক ১৭ শতাংশ বিদ্যালয়ের শিক্ষক।

শিক্ষাবিষয়ক বিভিন্ন সেমিনার, গণমাধ্যমের আলোচনা-নিবন্ধে পদ্ধতিটির যথাযথ বাস্তবায়নের অন্তরায় হিসাবে মুখ্যত শিক্ষকদের অসচেতনতাকেই দায়ী করা হয়। কেননা, তাহাদের অনেকেই এই পদ্ধতিটি সম্পর্কে সঠিকভাবে ওয়াকিবহাল নহেন। ফলে অনেক ছাত্র-ছাত্রীরই প্রাতিষ্ঠানিকভাবে সৃজনশীল হইয়া উঠিবার স্বপ্ন অধরা থাকিয়া যায়। তাহা ছাড়া সৃজনশীল পদ্ধতি আয়ত্ত করিতে অনেক শিক্ষক আবার শিক্ষার্থীদের বাজারে প্রচলিত গাইড বই অনুসরণ বা এইসব বই মুখস্থ করিবার পরামর্শও দিয়া থাকেন। অথচ মুখস্থ করিবার ক্ষমতা কোনো কিছু শিখিবার প্রকৃত ক্ষমতা নহে। আজ হইতে প্রায় শত বৎসর পূর্বে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও বিষয়টি অনুধাবন করিয়া বলিয়াছিলেন, 'মুখস্থ করে পরীক্ষা দেয়া আর নকল করে পরীক্ষা দেয়ার মাঝে কোনো পার্থক্য নেই'। গতানুগতিক কিছু প্রশ্নের উত্তর মুখস্থ করিয়া পরীক্ষার খাতায় লিখিয়া আসিলে ভালো ফল করা যায় ঠিকই, কিন্তু ইহাতে প্রকৃত মেধা বা বুদ্ধিমত্তার সঠিক বিকাশ ঘটে না।

ছাত্র-ছাত্রীদের সৃজনশীল করিয়া গড়িয়া তুলিবার ক্ষেত্রে মুখ্য দায়িত্ব শিক্ষকদের। তাই পাঠদানের পূর্বে পদ্ধতিটি সম্পর্কে তাহাদেরকেই ভালোভাবে অবগত হইতে হইবে। এই জন্য বিশেষজ্ঞদের তত্ত্বাবধানে মাঝে-মধ্যেই সংশ্লিষ্ট শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ প্রদান অত্যন্ত জরুরি। তবে শুধু সৃজনশীলতার প্রশিক্ষণ প্রদানই শিক্ষার মূল উদ্দেশ্যকে সফল করিবার পক্ষে যথেষ্ট নহে। শিক্ষকদের ব্যক্তিগত মানবিক গুণাবলী অর্জনের উপরও জোর দেওয়া আবশ্যক। কেননা, স্নেহ-মমতা, সহানুভূতি, ধৈর্য, অনুকম্পা, সহনশীলতা ও নৈতিকতার ঘাটতি লইয়া কখনোই একজন শিক্ষক ভালো মানুষ গড়ার কারিগর হইতে পারেন না। অন্যদিকে শিক্ষকদের মাঝে এইসব গুণের ঘাটতির কারণে অনেক শিক্ষার্থীকেও শারীরিক ও মানসিক ক্ষতির মুখে পড়িতে হইতেছে অহরহ। তাই প্রকৃত মানুষ ও দক্ষ নাগরিক গড়িয়া তুলিতে শিক্ষকদের মানবিক গুণাবলী বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদানের উপরও সমান গুরুত্ব প্রদান করা প্রয়োজন।